সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচী এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র

মে ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং- খাদুব্যম/ত্রাক-১/৫(১)/২০০৬-২০০৭/ ৫৪৬ তারিখঃ ০৭/০৫/২০০৭

প্রেরকঃ মোহছেনা ফেরদৌসী
যুগ্ম-সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ।

প্রাপকঃ (১) জেলা প্রশাসক...................................... (সকল)
(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার.................................... (সকল)

বিষয়ঃ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (টি আর) বাস্তবায়ন পরিপত্র ।

১। "গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ" (গ্রাঅর - টি আর) কর্মসূচী চালু রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি বৎসর খাদ্যশস্য বরাদ্দ করিয়া থাকে। বেকার জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্পদের স্বল্পতাহেতু সংশ্লিষ্ট সকলকে বরাদ্দকৃত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। এই কর্মসূচী বাস্ত বায়নের জন্য পরিপত্রে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। ***বরাদ্দ পাওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করিতে হইবে। তবে বরাদ্দ প্রদানের পর ৬০ (ষাট) দিন সময় না থাকিলে*** এই কর্মসূচীর অধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহ ৩০ এপ্রিল এর মধ্যে খাদ্যশস্য/অর্থ বরাদ্দ আদেশ জারী শেষ করিতে হইবে এবং ৩১ মে এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে। প্রয়োজনে এই কর্মসূচীর মেয়াদ সরকার বাড়াইতে পারিবে। তবে খাদ্যশস্য/অর্থ বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

২। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে প্রাপ্ত সম্পদ ***খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয় হইতে দুই বা ততোধিক কিস্তিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করিবে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর উক্ত বরাদ্দ দেশের সকল উপজেলা/পৌরসভার (পুরাতন জেলা সদরের পৌরসভাসমূহ ব্যতীত) অনুকুলে দুঃস্হতার ভিত্তিতে ৩০% এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৭০% হারে দেশের সকল জেলা প্রশাসক বরাবর থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।***

৩ (ক) জেলা প্রশাসক হইতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়ার পর পরই সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভার* চেয়ারম্যান ৩০% দুঃস্থতা/প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ততা এবং ৭০% জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইউনিয়ন/পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহে পুনঃবরাদ্দ প্রদান করিবেন। বরাদ্দ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা চেয়ারম্যান প্রকল্প গ্রহণক্রমে প্রকল্প তালিকা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে "উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি"র এবং পৌরসভার বেলায় " পৌরসভা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি"র অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(খ) ***কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ / ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য কোন জেলা বা উপজেলার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হইতে প্রয়োজনীয় থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। জেলা প্রশাসক থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বিধি মোতাবেক ব্যবস্হা নিবেন।***

৪। (ক) ***উপজেলা/পৌরসভা কমিটি "গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ" কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত করিবার পূর্বে সভার তারিখ নির্ধারণ করিবেন। উক্ত সভায় উপস্থিত উপজেলা/পৌরসভা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতি ও মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তভবে প্রকল্প বাছাই করিতে হইবে।***

(খ) *উপজেলা/পৌরসভা কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।*

৫। জেলা প্রশাসক হইতে বরাদ্দ পাওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার* বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের নাম প্রস্তাব আকারে অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদনের নিমিত্ত জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটির নিকট পাঠাইবেন। পৌরসভার* ক্ষেত্রে পরিপত্রের বিধি বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প তালিকা (মাটির রাস্তা ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির মাধ্যমে প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা হইতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ (গ্রা.অ.র.) কর্মসূচীর জন্য বিভিন্ন কমিটির গঠন ও কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ হইবে ঃ

৬.১। জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটিঃ

১। জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২। পুলিশ সুপার	সদস্য
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-সদস্য
৪। চেয়ারম্যান, পৌরসভা (সকল)	-সদস্য
৫। উপ-পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	-সদস্য
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-সদস্য
৭। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য
৮। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-সদস্য
৯। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
১০। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	-সদস্য
১১। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ পার্বত্য জেলা সমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান এর একজন প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

কর্মপরিধিঃ

১। কমিটি উপজেলা ও পৌরসভা* পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন করিবে।

২। কমিটি অনুমোদিত প্রকল্প সহ সামগ্রিক ভাবে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবেন।

৩। কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সমাপ্তি প্রতিবেদন ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। কমিটি বছরে অন্ততঃ দুইবার সভায় মিলিত হইবে।

৬.২। জেলা কর্ণধার কমিটিঃ-

১। জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২। পুলিশ সুপার	-সদস্য
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-সদস্য
৪। চেয়ারম্যান পৌরসভা (সকল)	-সদস্য
৫। উপ- পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	-সদস্য

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড -সদস্য
৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ -সদস্য
৮। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক -সদস্য
৯। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা -সদস্য
১০। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা -সদস্য
১১। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল) -সদস্য
১২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা -সদস্য-সচিব

কর্মপরিধিঃ

কমিটি জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিবে এবং জেলা সমন্বয় কমিটি ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করিবে।

৬.৩। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিঃ-

১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি
২। উপজেলা প্রকৌশলী সদস্য
৩। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সদস্য
৪। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সদস্য
৫। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য
৬। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সদস্য
৭। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য
৮। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সদস্য
৯। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ. স্বা. প্র.) সদস্য
১০। উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সদস্য
১১। সংশ্লিষ্ট পৌরসভার একজন কমিশনার (পৌর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)। সদস্য
১২। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সদস্য-সচিব

কর্মপরিধিঃ

১। কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

২। কমিটি প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

৩। কমিটি প্রতি মাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪। বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট এবং ত্রাণ ও পুর্নবাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

৬.৪। পৌরসভা* গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিঃ-

১। চেয়ারম্যান, পৌরসভা -সভাপতি
২। ওয়ার্ড কমিশনার (সকল) -সদস্য
৩। পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা -সদস্য
৪। নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী, পৌরসভা -সদস্য-সচিব
৫। পৌরসভায় অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (১জন) -সদস্য
(জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)

৬। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ -সদস্য

৭। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা -সদস্য

৮। সচিব, পৌরসভা -সদস্য

কর্মপরিধিঃ

১। কমিটি ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

২। কমিটি প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

৩। কমিটি প্রতি মাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটি ও জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট এবং ত্রাণ ও পূনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

৪। বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটি ও জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনঃ**

(ক) প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা* কর্তৃক গঠিত হইবে। গঠিত কমিটি নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে। এই কমিটিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড সদস্য/ওয়ার্ড কমিশনার ছাড়াও একজন স্কুল শিক্ষক (বেসরকারী), সংশ্লিষ্ট গ্রাম সরকারের একজন সদস্য, মসজিদের ইমাম/গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যা/পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিশনার হইতে হইবে। ***তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেম্বার/ওয়ার্ড কমিশনার অনুপস্থিত থাকিলে পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন মেম্বার/ওয়ার্ড কমিশনারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেওয়া যাইবে*** ।একই অর্থ বৎসরে কোন ইউনিয়নে তিনটির অধিক প্রকল্প থাকিলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্যদের মধ্য হইতে করিতে হইবে।

(খ) স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, এতিমখানা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্ত বায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিকে এলাকার ন্যূনতম ২ জন গণ্যমান্য সদস্যসহ ৫-৭ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব-হইবেন। ***স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, এতিমখানা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা যাইবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হইলে অন্য কোন শিক্ষককে সদস্য-সচিব করা যাইবে***। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করিবে।

৮। **প্রকল্প কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বাতিলঃ**

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে কাবিখা/টিআর/ভি জি ডি/ভি জি এফ বা রিলিফ কার্যক্রমের গম/চাউল আত্মসাতের কোন অভিযোগ থাকিলে, তাহাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে যদি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির

চেয়ারম্যান/সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে সেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাদ দিয়া নুতনভাবে অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য করা যাইবে এবং প্রয়োজনে নুতনভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাইবে। কোন সরকারী কর্মচারী কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হইতে পারিবেন না। তবে কোন সরকারী শিক্ষা/অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হইতে পারিবেন।

৯। খাদ্য উত্তোলন আদেশ প্রদান ঃ

অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পন্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাউল/নগদ অর্থের জন্য উপজেলা/পৌরসভার* ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করিবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা চাহিদা মোতাবেক যথার্থতা যাচাই পূর্বক গম/চাউল/নগদ অর্থ প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা ও পৌরসভার* ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট প্রস্তাব পেশ করিবেন। সেই মোতাবেক উপজেলা ও পৌরসভার* ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদ্যশস্য/অর্থ ছাড় করিবেন (ডি,ও প্রদান করিবেন)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতাজনিত কারণে সম্পদ উত্তোলনের আদেশ জারী করা সম্ভব না হইলে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ডি,ও স্বাক্ষর করিবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা/পৌরসভার প্রকল্প সমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী, প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। গৃহীত প্রকল্পসমূহ সঠিক বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি দায়ী থাকিবে।

১০। শ্রমিক মজুরীর হার ঃ

সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রা.অ.র কর্মসূচীতে গম অথবা চাল ব্যবহৃত হইবে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে শ্রমিকদের মজুরীর হার দিনে প্রতি ৭ (সাত) ঘন্টা কাজের বিনিময়ে ৭ (সাত) কেজি গম বা ৬ (ছয়) কেজি চাউল ধার্য করা হইয়াছে।

নগদ অর্থের প্রকল্পের ক্ষেত্রে চাউলের অর্থনৈতিক বিনিময় মূল্য হিসাবে শ্রমিকের মজুরী ১০০/- টাকা হইবে।

প্রকল্প ভিত্তিক দৈনিক মাথাপিছু কাজের পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে ধার্য করা হইল ঃ

প্রকল্পের বিবরণ	দৈনিক কাজের পরিমাণ
(ক) বাঁধ ও রাস্তা মেরামত এবং সংরক্ষণ	৫৮ ঘনফুট বা ১.৬০ ঘনমিটার
(খ) নালা নর্দমা খনন ও পূনঃ খনন	৫৬ ঘনফুট বা ১.৩০ ঘনমিটার
(গ) বৃক্ষরোপন	২৩টি (রোপন ও গাছ লাগানোসহ)
(ঘ) অন্যান্য কাজ	একজন শ্রমিক ৭ ঘন্টায় যে পরিমান কাজ করিতে পারে।

১১.১। প্রকল্প বাছাই ও প্রণয়ন ঃ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাইবে ঃ

(ক) বিগত বছরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (Post Monsoon Rehabilitation Prorgamme -PMR) ।

(খ) বাঁধ ও রাস্তা মেরামত ।

(গ) নালা নির্মান/সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ ।

(ঘ) বৃক্ষরোপন ।

(ঙ) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, এতিমখানা এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত/উন্নয়ন ।

(চ) জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নতিকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন ।

(ছ) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ ।

(জ) পল্লী এলাকায় ছোট ছোট আর সি সি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ ।

পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিয়া প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে । পরিপত্রে সংযোজিত প্রকল্প ছকে (সংযোজনী-১ অনুযায়ী) প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে । ব্যক্তিগত সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য কোন সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না ।

১১.২ নদী ভাংগন এবং বন্যা প্রবণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের উপকারার্থে একটি প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় (ক) বসতভিটা উচুকরণ, (খ) নলকুপ স্হাপন/নলকুপের ভিটি উচুকরণ,(গ) ল্যাট্রিন স্হাপন (ঘ) একটি মহল্লা/পাড়ার জন্য একটি গভীর নলকূপ স্হাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে । এইজন্য পরিবার প্রতি (ক) ১(এক) মেঃ টন চাউল/গম অথবা ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা, (খ) গৃহ নির্মাণ উপকরণ হিসাবে ২ বান্ডিল সি আই সিট এবং (গ) গৃহ নির্মাণ মজুরী বাবদ ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা বরাদ্দ করা যাইবে । অধিকন্ত এই সকল পরিবারকে একটি আয়বর্ধক কর্মসূচীতে (হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, ছোট ব্যবসা পরিচালনা, রিক্সা/ভ্যান) অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের সামাজিক অবস্হা উন্নয়নে একটি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে । প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রকল্প গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে ।

এইক্ষেত্রে উপকারভোগীর অবশ্যই একটি বাড়ী করার মতো জমির মালিকানা থাকিতে হইবে ।

এই প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি করিয়া ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে । এই কমিটিতে স্হানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম/পুরোহিত, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন ।

এই বিষয়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয় হইতে একটি বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিবে ।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমা ঃ**

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা বরাদ্দ ভিত্তিক নির্ধারিত থাকিবে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা না হইলে জারীকৃত বরাদ্দ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

১৩ । প্রকল্পে বরাদ্দের সীমাবদ্ধতাঃ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর একটি প্রকল্পে সর্বনিম্ন ১ মেঃ টন এবং সর্বোচ্চ ৫ মেঃ টন গম/চাউল বরদ্দ করার বিধান সর্বক্ষেত্রে পালিত হইবে । নগদ অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বনি্ ১২,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ৬০,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা যাইবে ।

১৪। মাস্টাররোল ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণঃ

এই কর্মসূচীর অধীনে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/টাকার হিসাব রাখার জন্য মাস্টার রোল এবং প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরীর প্রাপ্তি স্বীকার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক নিয়োগ, কাজের তদারকি, খাদ্যশস্য/অর্থ বিতরণ এবং মাস্টার রোল সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রকল্প সমাপ্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনসহ (সংযোজনী-৪ মোতাবেক) বাস্তবায়িত কাজের মাস্টার রোল/বিল ভাউচার ভবিষ্যত নিরীক্ষার জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন। রশিদমূলে পিআইওর কার্যালয় সঠিক মাস্টাররোলসহ অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করিবে এবং মাস্টার রোলসমূহ অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমন্বয় করিতে হইবে।

১৫। পরিবহন খরচঃ

প্রত্যেক প্রকল্পের গম/চাউল উত্তোলন আদেশ জারীর সাথে সাথেই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে পরিবহন ও উপ-নিমিত্ত (কন্টিনজেন্সী) খরচের শতকরা ৭৫% নগদ অর্থ ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। প্রতি মেঃ টনের পরিবহন খরচ ২০৫/- টাকা এবং উপ-নিমিত্ত খরচ ৫০/- টাকা বরাদ্দ করা হইবে। বাকী শতকরা ২৫% খালি চটের বস্তা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মিটাইতে হইবে। খালি বস্তার মূল্য ১৮/- টাকার কম হইবে না। যদি একটি খালি বস্তার মূল্য ১৮/- (আঠার) টাকার কম হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নিজ দায়িত্বে কি কারনে কম মূল্যে বস্তা বিক্রয় করিতে হইয়াছে তা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সেইভাবে প্রয়োজনীয় সমন্বয় কবিরেন।

নগদ অর্থ দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক খরচ হিসাবে সর্বনিম্ন ৩০০/- টাকা ও সর্বোচ্চ ৫০০/- টাকা প্রদান করা যাইবে।

১৬। বরাদ্দকৃত গম/চাউল নগদায়ন ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/জনহিতকর প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/মেরামত, বৃক্ষরোপন ও বাঁশের সাঁকো প্রকল্পসমূহের জন্য বাঁশ, কাঠ, গুনা, পেরেক ইত্যাদি ক্রয় বাবদ প্রতি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের মধ্যে উপকরণ ক্রয়ের অংশের ১০০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয় করা যাইবে। বিক্রয়মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক বিনিময় মূল্যের কম হইতে পারিবে না। শ্রমিকের মজুরী গম/চাল/নগদ অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা যাইবে।

১৭। প্রকল্পের প্রতিবেদনঃ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলাধীন সকল উপজেলা (পৌরসভাসহ) কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন সংলগ্নী-৬ অনুযায়ী প্রণয়ন করিয়া মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের নিকট পাঠাইবেন। ইহাছাড়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা তাঁহার জেলাধীন কর্মসূচী তত্ত্বাবধান করিবেন এবং প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত (সংযোজনী-৭ অনুযায়ী) প্রতিবেদন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা প্রকৌশল কোষ এবং মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

১৮। **প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক রেকর্ডপত্র দাখিলঃ**

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নির্ধারিত কাজ প্রাক্কলন মোতাবেক শেষ হওয়ার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (সংলগ্নী-৪) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) নিকট জমা দিবেন। কাজ শেষ হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে মাস্টার রোল (সংলগ্নী-৫), প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী, পরিবহণ খরচের বিল একই কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। রেকর্ডপত্র দাখিলে ব্যর্থ হইলে মনে করা হইবে যে, বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করা হইয়াছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। হিসাব ও মাস্টার রোল সন্তোষজনকভাবে দাখিল করিতে ব্যর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভা চেয়ারম্যান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে হিসাব ও মাস্টার রোল সন্তোষজনক ভাবে দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রাথমিক কারণ নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার দায়িত্ব উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকিবে। তাহারা দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাদের সুস্পষ্ট মতামত সহ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং অনুলিপি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরেও প্রেরণ করিবেন।

১৯। **উদ্বৃত্ত গম/চাউল বিক্রয় মূল্য/অর্থ আদায়ঃ**

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বরাবরে অর্পনাদেশ প্রদানের সুপারিশ এমনভাবে করিবেন যাহাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উত্তোলিত কোন গম/চাউল/অর্থ উদ্বৃত্ত না থাকে। ইহার পরেও কোন কারনে গম/চাউল/ অর্থ অব্যয়িত হইলে, প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে অব্যয়িত গম/চাউল এর বিক্রয়মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক বিনিময় মূল্যে এবং নগদ অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারী কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া উহার চালানের কপি রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন। কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়সীমার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে গম/চাউল মূল্য কিংবা অব্যয়িত অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে দ্বিগুন হারে গম/চাউলের মূল্য (সরকারের নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্য) কিংবা অর্থ আদায় করিতে হইবে। দ্বিগুন হারে গম/চালের মূল্য(সরকার নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্য) কিংবা অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হইলে পিডিআর এ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করিয়া সরকারী পাওনা আদায়ের ব্যবস্হা নেওয়া যাইবে। পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভার চেয়ারম্যান এতদ্‌বিষয়ে অনুরূপ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

২০। **অনুমোদিত প্রকল্প পরিবর্তনঃ**

কোন কারণে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইলে তাহা বাতিল করিয়া অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব বা প্রকল্পের গতিপথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা/পৌরসভা* হইত প্রস্তাব আকারে উত্থাপিত হইলে জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির মৃত্যু হইলে বা কোন কারনে তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে বা অপসারিত হইলে, কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করা যাইবে এবংক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের/পৌরসভা চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২২। সরকার পরিস্হিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে।

২৩। এই পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং এই মন্ত্রণালয়ের পূর্বের জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষর/-
(মোহছেনা ফেরদৌসী)
যুগ্ম-সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

* পুরাতন জেলা সদরের পৌরসভা ব্যতীত ।

স্মারক নং- খাদুব্যম/ত্রাক-১/৫(১)/২০০৬-২০০৭/ ৫৪৬ তারিখঃ ০৭/০৫/২০০৭

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।

২। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৪। সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। সচিব, স্থনীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, বা/এ,ঢাকা/ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল বিভাগ।

৮। পরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, বা/এ,ঢাকা।

৯। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা প্রকৌশল কোষ), খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

১০। চেয়ারম্যান, পৌরসভা-- (সকল)।

১১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

১২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ------------------------------------ (সকল)

১৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,..(সকল)

১৪। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা...(সকল)

১৫। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,..(সকল)

১৬। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা....................জেলা.................. ।

১৭। গার্ড ফাইল সংরক্ষণ নথি।

স্বঃ/-
(মোঃ ফিরোজ খান্নুন)
উপ-সচিব (ত্রাক-১)
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী প্রকল্প ছক

আর্থিক বৎসর ঃ খাত ঃ সাধারণ / বিশেষ

১। জেলা ঃ উপজেলাঃ ইউনিয়ন ঃ

২। প্রকল্পের নাম ঃ

৩। প্রত্যাশিত গম/চাল/টাকার পরিমান ঃ মেঃ টন/টাকা।

স্হানীয় বাজারে গম/চালের বিক্রয় মূল্য-(সরকার নির্ধারিত মেঃ টন প্রতি) ...

৪। প্রকল্পের বিবরণ ঃ (শুধুমাত্র অপরিহার্য মাটির কাজের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিষ্ঠানের ভিটিতে মাটি ভরাট ইত্যাদি)

(ক) মাটির পরিমান ....ঘনফুট ।

(খ) শ্রম দিবস.. দিন ।

(গ) মজুরী হার.. কে,জি/টাকা।

(পাকা / অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে)

(ক) ইট..টাকা।

(খ) বালি..টাকা।

(গ) সিমেন্ট..টাকা।

(ঘ) লোহা...টাকা।

(ঙ) কাঠ...টাকা।

(চ) বাঁশ...টাকা।

(ছ) অন্যান্য..টাকা।

(জ) শ্রমিকের মজুরী...টাকা।

মোট ব্যয় টাকা

৫। ইতোপুর্বে প্রস্তাবিত প্রকল্পে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয় হতে কোন গম/চাল বরাদ্দ হয়েছে কি না ?

(ক) হয়ে থাকলে গম /চালের পরিমান .... মেঃ টন, অর্থ বছরে ....

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ঃ দিন

স্বাক্ষর ও সীল................................ স্বাক্ষর ও সীল ....

উপজেলা প্রাঃ বাঃ কর্মকর্তার নাম ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের/পৌরসভার চেয়ারম্যানের নামঃ

তারিখঃ তারিখঃ

সংলগ্নী - ২

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকল্প নং-...আর্থিক বৎসর ঃ ....

প্রকল্পের নাম ঃ ....

ওয়ার্ড নংঃ .... বরাদ্দ ঃ .... মেঃ টন

কমিটির বিবরণ

ক্রঃ নং	সদস্যের নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা	পরিচয়	কমিটির পদবী	স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান
ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভা

সংলগ্ন-৩

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী প্রকল্পের পণ্য অধিযাচন পত্র

১। প্রকল্প নং ঃ

২। প্রকল্পের নাম ঃ

৩। প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দকৃত গম/চাউল/টাকার পরিমাণ ঃ

৪। এখন উত্তোলনের জন্য চাহিদাকৃত গম/চাউলের পরিমাণ ঃ

৫। অবশিষ্ট গম/চাউল/টাকার পরিমাণ ঃ

৬। প্রকল্পের কাজের

সময়সীমা ....হইতে .... পর্যন্ত ।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে চাহিদাকৃত গম/চাউল/টাকা ছাড় করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

ঃ..

ইউনিয়ন ঃ

তারিখ ঃ

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সুপারিশ

উপরোক্ত প্রকল্পের সভাপতি

জনাব .... অনুকুলে ১ম/২য় কিস্তি তে

....

মেঃ টন গম/চাউল/টাকা উত্তোলনের জন্য অপর্ণাদেশ জারী করা যাইতে পারে ।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

তারিখঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আদেশ

প্রকল্প নং.............................. এর জন্য বরাদ্দকৃত গম/চাউল/টাকা হইতে ১ম/২য় কিস্তিতে

.... মেঃ টন গম /চাউল/টাকা ছাড়পত্র প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইল ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সংলগ্ন-৪

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন

(প্রকল্প ও বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প সমাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে পুরণ করিয়া পৌরসভা ও জেলার ক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নিকট এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন) ।

১ । (ক) প্রকল্প নং ঃ (খ) আর্থিক বৎসর ঃ

২ । প্রকল্পের নাম ঃ

৩ । প্রকল্পের অবস্হান ঃ পৌরসভা/ ইউঃ পি ঃ- ওয়ার্ড নং-

উপজেলা - জেলা-

৪ । প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়/ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়) ।

বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/টাকার ছাড়পত্র নং	তারিখ	বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত খাদ্যশস্য/টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/টাকার পরিমাণ	মন্তব্য

৫ । বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ ঃ-

(ক) মাটির কাজ	
(খ) অন্যান্য কাজ	

৬ । বরাদ্দ উত্তোলনের বিবরণী ঃ-

খাদ্য বিভাগের ডি ও নং	তারিখ	খাদ্য গুদাম হইতে বরাদ্দ উত্তোলনের তারিখ	বস্তা সংখ্যা

৭(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ (খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ ঃ

৮ । ব্যয়িত খাদ্যশস্য/ টাকার মাষ্টার রোল কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে কি না ? হাঁ/না ।

হয়ে থাকলে জমার তারিখ ঃ................................

৯ । কোন খাদ্যশস্য/টাকা অবশিষ্ট থাকলে অবশিষ্ট থাকার কারণ ঃ-

স্বাক্ষর.. স্বাক্ষর..

নাম... .নাম...

চেয়ারম্যান,প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সেক্রেটারী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

তারিখ..................................... তারিখ-.....................................

সংগল্পী-৫

সমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম
(গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য)

প্রকল্প নং-   আর্থিক বৎসর ঃ   উপজেলা-   জেলা-

প্রকল্পের নাম ঃ   পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ

ক্র নং	শ্রমিকদের নাম, পিতার নাম, দলপতির নাম ও ঠিকানা	হাজিরা তারিখ মাস						মোট দিন	কাজের পরিমাণ	গম/ চাল প্রদানের হার	পাওনা গম/চালের পরিমাণ	পরিশোধিত গম/ চালের পরিমান	প্রাপকের স্বাক্ষর	সনাক্তকারীর স্বাক্ষর	বিতরণ কারীর স্বাক্ষর	মন্তব্য

আমি এতদ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে, কাজ সন্তোষজনকভাবে সমাধা হইয়াছে ।   এতদ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে, প্রকল্পের কাজ সন্তোজনকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ও প্রাপকের পাওনা,গম/চালের পরিমাণ অনুযায়ী ঠিকভাবে দেওয়া হইয়াছে ।

স্বাক্ষর

....   ১ । ....

৩ ।............................. সদস্য

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা   স্বাক্ষরঃ চেয়ারম্যান,প্রঃ কমিটি   ৪ ।

............................সদস্য   ২ । ....

৫ । .... সদস্য

স্বাক্ষরঃ সেক্রেটারী, প্রঃ কমিটি

সমর্থনার্থ স্বাক্ষর

....

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/চেয়রাম্যান পৌরসভা

সংলগ্নী-৬

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন

জেলা- উপজেলা-

আর্থিক সন - মাসের নাম

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত টাকা/চাউল/ গমের পরিমাণ	উত্তোলিত টাকা/চাউল/ গমের পরিমাণ	বিলিকৃত টাকা/চাউল/ গমের পরিমাণ	মাটির কাজ		অন্যান্য কার্যাবলী পরিমানের একক/ মাথা পিছু কাজের সময় (ঘন্টায়)	শ্রম দিবস	বাস্তব কাজের অগ্রগতির হার (%)
					ঘনফুট	দিবস			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

সংলগ্নী -৭

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর চুড়ান্ত প্রতিবেদন

অর্থ বৎসর ঃ জেলা ঃ

উপজেলার নাম	বরাদ্দকৃত চাউল/ গমের পরিমান (মেঃ টন)।	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	উত্তোলিত চাউল/ গমের পরিমাণ (মেঃ টন)।	ব্যবহৃত চাউল/গমের পরিমাণ (মেঃ টন)।	অবশিষ্ট (মেঃ টন)।	যে পরিমাণ চাউল/ গমের মাষ্টার রোল পাওয়া গিয়াছে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ চেয়ারম্যান, পৌরসভা